দৈনিক সংবাদ
৮০
তারিখ 0 9 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ অব্যাহত অচলাবস্থা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জিম্মি অবস্থা থেকে উদ্ধারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি গত বুধবার জাতীয় সংসদে আলোচিত হয়। শিক্ষাঙ্গন থেকে অস্ত্রবাজদের নির্মূল করার পদক্ষেপও অবিলম্বে গ্রহণ করা হচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। এরকম পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। দেরীতে হলেও, এ পদক্ষেপ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত অচলাবস্থা অবসানে সহায়ক হবে।

লক্ষণীয় যে, গত শনিবার থেকে শিবির কর্মীরা উপাচার্যের অপসারণের দাবীতে তার বাসভবনের সামনে অবিরাম অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এর কয়েকদিন আগে উপাচার্যের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। গত সোমবার শিবির কর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনে 'সাবজেল' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। উপস্থিত অসংখ্য পুলিশের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসেনি। শ্রেণীকক্ষগুলো এখন প্রায় ফাঁকা। একটি আসন্ন সংঘর্ষ ও হানাহানির আশংকায় হলগুলোও প্রায় ফাঁকা। আগামী সপ্তাহ থেকে অনুষ্ঠেয় মাস্টার্স শেষ পর্বের পরীক্ষা আবারও পিছিয়ে দিতে হয়েছে।

বছরের অর্ধেকের বেশী সময় পার হয়ে গেল কেবল সন্ত্রাস, সংঘর্ষ আর বন্ধের মধ্য দিয়ে। বিনা ক্লাসে, বিনা পড়াশোনায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর কতদিন চলতে দেয়া হবে? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মহল থেকেই এ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসের মুখে কোন উদ্যোগই সফল হতে পারেনি।

গত মাসে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় রাষ্ট্রপতি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম চলার পর সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি তিনি চিন্তা করে দেখবেন। কিন্তু দুঃখজনক যে, কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে এর আগেও জাতীয় সংসদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। ক্যাম্পাসে পুলিশ থাকলেও কেন তারা নির্বিকার, সে প্রশ্ন সংসদে উঠেছিল। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'পুলিশ মত দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিলেই সব ঠাণ্ডা করা হবে। কিন্তু সরকার ছাত্রদের ওপর হামলার নির্দেশ দিতে পারে না, কারণ সাধারণ ছাত্ররা সন্ত্রাসে জড়িত নয়।' এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, প্রশ্নটা 'ছাত্রদের ওপর হামলার' বিষয় নয়। বিষয়টা সন্ত্রাস দমনের, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার, শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার। এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই।